

## নাম-মাহাত্ম্য

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি আদি সমস্ত শাস্ত্রেই নামের অসাধারণ মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। নামের মাহাত্ম্যের কথা জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, হেলাতেই হউক কি অন্ধার সহিতই হউক, নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক, কি না রাখিয়াই হউক, এমন কি নামীকে গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যেও যদি হয় হউক—যে কোনও ভাবেই হউক, নামের সহিত জিহ্বার স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যাইতে পারে। যে কোনও প্রকারেই হউক, দেহের কোনও অংশের সহিত জলন্ত কয়লার স্পর্শ হইলেই যেমন সেই অংশ পুড়িয়া যাইবে, তদ্রূপ। ইহা নামের বস্তুগত শক্তি; তাই স্বীয় ফল-প্রকাশ-বিষয়ে নামগ্রহণকারীর বুদ্ধি বা জ্ঞান, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কোনও কিছুই অপেক্ষা রাখে না।

**নামাভাস।** শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল টোটাগোপীনাথের অঙ্গনে। প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকেও মধ্যাহ্ন-আহারের জন্ত সেখানে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বান পাইয়া সনাতন আনন্দে আত্মহারা, তিনি দেহাত্মসন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সমুদ্রপথে তিনি গোপীনাথে গেলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, মধ্যাহ্ন-সময়। প্রথর সূর্য্যাকিরণে পথের বালি তাতিয়া আগুনের মত হইয়াছে। সনাতনের পায়ে ফোঁস্কা হইল, কিন্তু বাহ্যস্মৃতিহীন বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখন তিনি টের পাইলেন। পথের প্রতি লক্ষ্য ছিলনা বলিয়া পথের বালির উত্তাপ সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা উত্তাপের বস্তুগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ, নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেহ নাম উচ্চারণ করিলেও নাম তাঁহাকে রূপা করিবেন—নামের বস্তুগত-শক্তিবশতঃ। তার সাক্ষী অজামিল। অজামিল পাপকার্য্যে সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন—এক দাসীর সঙ্গে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল নারায়ণ। বৃদ্ধকালে অন্তিম-সময়ে যমদূত আসিয়া উপস্থিত, ভয়ে বিহ্বল হইয়া তিনি শিশুটীর নাম করিয়া চীৎকার দিতে লাগিলেন। নারায়ণ-নাম তাঁহার জিহ্বাকে স্পর্শ করিল—পথের বালির উত্তাপ যেমন শ্রীপাদ সনাতনের চরণস্পর্শ করিয়াছিল, তদ্রূপ। বাস্তবিক যিনি নারায়ণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি, তাঁহার প্রতি অজামিলের লক্ষ্য নাই—পথের তপ্ত বালির প্রতি যেমন শ্রীপাদ সনাতনের লক্ষ্য ছিল না, তদ্রূপ। তথাপি কিন্তু পুত্রের উপলক্ষ্যে উচ্চারিত নারায়ণ-নামও অজামিলের প্রতি রূপা করিলেন, তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিলেন—সনাতনের অজ্ঞাতসারেও যেমন বালির উত্তাপ তাঁহার চরণে ফোঁস্কা জন্মাইল, তদ্রূপ। অজামিলের যে পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অজামিল বুঝিতে পারিলেন তখন, যখন তাঁহার সম্বন্ধে বিষুদূত ও যমদূতদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলিতেছিল—শ্রীপাদ সনাতন যেমন তাঁহার ফোঁস্কার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন তখনমাত্র, যখন প্রভু তাহা দেখাইয়া দিলেন। নামের বস্তুগত শক্তি, স্বরূপ-গত শক্তি—নামীর প্রতি অজামিলের লক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও,—তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অজামিলের গায় নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নাম উচ্চারণ করাকে বলে নামাভাস। আভাসটা বাস্তবিক নামের নয়, নাম স্বীয় মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া ঠিক ভাবেই বিরাজিত,—পশ্চিমদ্যাস্ত উত্তপ্ত বালির গায় বা প্রচ্ছন্ন জলন্ত কয়লার গায়। আভাস হইতেছে মাত্র লক্ষ্যের—নামীর দিকে লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য রহিয়াছে অগ্নি দিকে; তাই আভাস। নাম যে স্বীয় মহিমায় বিরাজিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ফলের দ্বারা।

**নাম স্বপ্রকাশ, পরমস্বতন্ত্র।** কিন্তু নামের এই স্বরূপগত বা বস্তুগত শক্তির হেতু কি? আগুনের যেমন দাহিকা শক্তি, নামেরও তদ্রূপ সর্বাভীষ্ট-পূরণী শক্তি, মুক্তি-দায়িনী শক্তি। কিন্তু কেন? বস্তুগত-শক্তি সম্বন্ধে কেন বলিা চলে না; কিন্তু নাম-সম্বন্ধে কেন বলিয়া যেন এক পদ অগ্রসর হওয়া যায়; তারপর অগ্রগতি বন্ধ।

নাম এবং নামী এই দুই অভিন্ন ; ইহাও স্মৃতি-শ্রুতি সম্মত কথা । নামী—ভগবান্—যেমন চিদানন্দ-স্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ ; নামও তদ্রূপ চিদানন্দস্বরূপ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ । চিদানন্দ বলিয়া নামীরই মতন নাম স্বপ্রকাশ এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে বা নিজের মহিমাকে প্রকাশ করিতে নাম অল্প কিছুই অপেক্ষা রাখে না—নাম-গ্রহণকারীর চিত্তের অবস্থা, মনের লক্ষ্য, এসমস্তের কোনও অপেক্ষাই রাখে না । তাই কোনও রকমে একবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নামের স্পর্শ হইলেই নামের ফল পাওয়া যায় ।

পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নামও পরম-স্বতন্ত্র ; তাই স্বীয় ফল-প্রকাশের ব্যাপারে নাম কোনও বিধি-নিষেধের, দেশ-কাল-পাত্রাদিদির অপেক্ষা রাখে না । “নো দেশকালাবস্থাস্থ গুণ্যাদিকমপেক্ষতে । কিন্তু স্বতন্ত্রমৈবৈতন্মাম কামিতকামদম্ ॥ হ, ভ, বি, ২০৪ ॥”

**নাম সর্বশক্তি-সম্পন্ন ।** শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার । কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় । কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ॥ ১২০।১৩-১৫ ॥” স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন অনন্ত-স্বরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার নামও অনন্ত-স্বরূপে বিরাজিত । ভগবানের অনন্ত নাম ; যাহার যে নামে কুচি হয়, তিনি সেই নামই কীৰ্ত্তন করিতে পারেন । সকল নামেরই সমান শক্তি । একথা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন । “সর্বার্থ-শক্তিযুক্তস্ত দেবদেবস্ত চক্রিণঃ । যথাভিরোচতে নাম তং সর্বার্থেষু কীৰ্ত্তয়েৎ ॥ সর্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্যামেকার্থতা যতঃ । সর্বান্যেতানি নামানি পরস্ত ব্রহ্মণো হরেঃ ॥ ১১।১৩৪ ॥ সর্বাণি নামানি হি তস্ত রাজন্ সর্বার্থসিদ্ধৌ তু ভবন্তি পুংসঃ ॥ ১১।১৩৮ ॥—ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্বশক্তিসম্পন্ন ; অতএব স্বীয় অভিকৃতি অমুসারে প্রত্যেকেরই তাঁহার যে নাম ইচ্ছা কীৰ্ত্তন করা উচিত । পরব্রহ্ম হরির এই নামসকল একার্থবোধক ; সুতরাং সকল নামেই সর্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে । তাঁহার সকল নামই লোকের সর্বকাৰ্য্যে সিদ্ধিদান করিয়া থাকে ।”

ভগবান্ যে তাঁহার সকল নামে সকল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহাও শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস হইতে জানা যায় । “দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ । শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ । রাজস্ব্যশ্ব-মেধানাং জ্ঞানশ্রাদ্ধাত্মবস্তনঃ । আকৃষ্টা হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতা শ্বেষু নামসু ॥ ১১।১৩৬ ॥” দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে এবং দেবতা-সামু-সেবায় এবং রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে যে সমস্ত শুভা পাপহারিণী শক্তি আছে, শ্রীহরি সে সমস্ত শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের নামসমূহে স্থাপন করিয়াছেন ।”

**বিশেষত্ব ।** উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান-ফলদাতৃত্ব । ইহা হইল নামের সামান্য-মাহাত্ম্য ( অর্থাৎ যে মাহাত্ম্য সামান্যভাবে সকল নামেরই আছে, তাহা ) । কোনও কোনও নামের উল্লিখিত সামান্য মাহাত্ম্য তো আছেই, তদতিরিক্ত বিশেষ মাহাত্ম্যও কিছু আছে । অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের সচ্চিদানন্দত্ব, সর্বব্যাপকত্বাদি যেমন সামান্য লক্ষণ, আবার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আধিক্য যেমন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের বিশেষত্ব—তদ্রূপ । দুই পদ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, এক নাসা—এসমস্ত যেমন সকল মানুষের আছে ; সুতরাং ইহারা যেমন সকল মানুষেরই সামান্য লক্ষণ ; তদ্রূপ পূর্বোল্লিখিত শক্তিসমূহও সকল নামেরই আছে, সুতরাং তাহারা হইল সকল নামের সামান্য-মাহাত্ম্যসূচক । আবার মানুষের মধ্যে কাহারও কাহারও যেমন গৌরবর্ণাদি, সৌন্দর্য্যাদি, বিজ্ঞাবদ্ধাদি বিশেষ লক্ষণ আছে, তদ্রূপ ভগবানের কোনও কোনও নামেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ; তাই পদ্মপুরাণ বলেন—মহাভারতোক্ত বিষ্ণুর সহস্রনাম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিলেও সেই ফল হয় । “রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে । সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৭২।৩৩৫ ॥” এস্থলে রাম-নামের একটা বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল । আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন—বিষ্ণু-সহস্রনাম তিনবার ( অর্থাৎ রামনাম তিনবার ) পাঠ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ

করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়। “সহস্রনামাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণশ্চ নার্মৈকং তৎ প্রযচ্ছতি। হ, ভ, বি, ১১।২৫৮-ধৃত ॥” ইহাতে রামনাম অপেক্ষাও কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব সূচক শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নার্মৈকমপি তৎফলম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি যে কোনও নামের—( গোপাল, বনমালী, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি যে কোনও নামের ) একবার উচ্চারণ করিলেই ( বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার উচ্চারণের ফল পাওয়া যায় )। শ্রীকৃষ্ণনামের এতাদৃশ বিশেষত্বের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি ( ৬।১৬.৪৪। ) শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ বলা হইয়াছে। “শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্বেষাং মাহাত্ম্যোষু সমেষপি। কৃষ্ণশ্চাবতারেষু বিশেষঃ কোহপি কশ্চিৎ ॥ ১১।২৫৭ ॥—শ্রীশ্রীভগবানের নাম-সকলের মাহাত্ম্য সমান হইলেও কৃষ্ণাবতারের ( কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নামসমূহের ) কোনওরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—“সামাগ্ৰতো নাম্নাং সর্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যাস্ত সামোপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কশ্চিচ্চিন্নঃ কোহপি মাহাত্ম্যাবিশেষোহস্তি। ননু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্কোহপি সম এব উচিত ইত্যশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সামোহপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণশ্চৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্কেষাং ভগবদ্বয়া সামোহপি কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণশ্চাবতার-রিভ্বেহপি সাক্ষাদ্ভগবত্বেন কশ্চিদ্ বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি অর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্। শ্রীভাগবত-মৃতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব। পূর্বে বহুবিধকামোপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকাম-সিদ্ধার্থং তত্তন্মাম-বিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ-মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥”—এই টীকার স্থূল-তাৎপর্য এইরূপ। “সকল ভগবন্নামের সামাগ্ৰ মাহাত্ম্যের কথা লিখিয়া কোনও কোনও নামের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা ( পূর্বোল্লিখিত রামনামের এবং কৃষ্ণনামের দৃষ্টান্তদ্বারা ) দেখান হইতেছে। চিন্তামণির গায় সকল নামের সমান শক্তি থাকিলেও কোনও কোনও নামের কিছু বিশেষত্বও আছে। রাম-নৃসিংহাদিও ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণও ভগবান্; এই হিসাবে তাঁহাদের সমতা আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষত্বও আছে। শ্রীধরস্বামীও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; বৃহদ্ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। যাহারা কামোপহতচিত্ত, তাহাদের বিবিধ বাসনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্বে নাম-বিশেষের মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্বফল-সিদ্ধির উপায় স্বরূপ নামবিশেষের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইতেছে।”

শ্রীপাদসনাতনের উক্তি হইতে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া রাম-নৃসিংহাদি অগ্ৰভগবৎ-স্বরূপ হইতে যেমন তাঁহার একটা বিশেষত্ব আছে, অগ্ৰভগবৎ-স্বরূপের নাম হইতেও তেমনি তাঁহার নামেরও একটা বিশেষ মাহাত্ম্য থাকিবে। ইহাতে আরও মনে হয়, যে নাম বা যে নামসকল যে ভগবৎ-স্বরূপের বাচক, সেই নামের বা সেই নামসকলের মহিমাধি এবং মাধুর্য্যাদিও সেই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমাদির এবং সেই ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত মাধুর্য্যাদির অনুরূপই হইবে; এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে কোনও একস্বরূপের মধ্যে অগ্ৰাগ্ৰ স্বরূপ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে, তাঁহার নামসমূহের মাহাত্ম্যাদির মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য থাকিবে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তির, সমগ্র সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নাম-সমূহেরও সমস্ত বিষয়ে ফলদানের শক্তি থাকিবে এবং তাঁহার নাম-সমূহের মাধুর্য্যাদিও সর্বাতিশায়ী হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-নামসমূহের-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত আলোচনা হইতে আরও বুঝা যায়, অগ্ৰাগ্ৰ ভগবৎ-স্বরূপেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদের নামেরও মুক্তিদানের ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রেমদানের ক্ষমতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামেরই ( স্বয়ংভগবানের যে কোনও নামেরই ) প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। ফলদাতৃর সম্বন্ধে ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের চরমতম বৈশিষ্ট্য।

ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা উভয়ই স্বয়ংভগবানের লীলা বলিয়া এই দুই লীলাতে তাঁহার যে যে নাম প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম। এই সমস্ত নামেরই প্রেমদান-শক্তি এবং সর্বাতিশায়ী মাধুর্য্য সর্বজন-সম্মত। “এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। শ্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রমধার। অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ১৮।২২—২৪ ॥ অতাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাক্ষবিহ্বল সে হয় ॥ ১৮।১৯ ॥” এই গেল নামের প্রেমদাতৃত্বের প্রমাণ। মাধুর্য্যের প্রমাণও বর্তমান। “তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতলুতে তুণ্ডাবলীলক্লেষে, কর্ণকোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণকর্ষদেভাঃ স্পৃহাম্। চেতঃপ্রাজ্ঞসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেজিয়াণাং কৃতিম্, নো জানে জনিতা কিয়দ্বিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ না জানি কতেক মধু শ্রাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। আনন্দানুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনং সর্বাঙ্গপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসকীর্তনম্ ॥ গৌরনাম, অমিয়ধাম, পীরিতি মুরতি গাঁথা ॥”

**শ্রীকৃষ্ণনাম সর্বার্থদ।** গীতা বলেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রণব ( ৯।১৭ )। শ্রুতি বলেন প্রণবকে ( সূত্রাং শ্রীকৃষ্ণকে ) জামিতে পারিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন ( কঠ ১।২।১৬ )। তাঁহাকে জানিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন—“এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্। কঠ ১।২।১৭।”; পাতঞ্জল দর্শন বলেন—“তস্ম বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭।” সূত্রাং প্রণবের ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ) নামই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই পাইতে পারেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাবে সাধকের নিকটে “একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥ ২।৯।১৪ ॥ একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি ॥ শ্রুতি ॥” তদ্রূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামও স্বীয় একই রূপে ( একই শ্রীকৃষ্ণনামেই ) বিভিন্ন ভাবের সাধকের বিভিন্ন অভীষ্ট উপস্থিত করিতে পারেন। তাই কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, এসকল বিভিন্ন পন্থার সাধকগণ যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। “এতন্নির্বিজ্ঞমানানা মিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীর্তনম্ ॥ শ্রীভা, ২।১।১১ ॥”—শ্লোকে শ্রীমদভাগবত স্পষ্টাক্ষরেই তাহা বলিয়াছেন ( ১।১।১২০ পর্য্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য )। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান মার্গের সাধনে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নামকীর্তনের মুখ্য ফল নহে; মুখ্য ফল হইতেছে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম। এই প্রেমও যে কৃষ্ণনামের কৃপাতেই পাওয়া যায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

**তৃণাদপি সুনীচ।** কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিন্তে অপরাধ থাকে, সে পর্য্যন্ত নাম কীর্তন করিলেও প্রেম পাওয়া যায়না। যাহাতে অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে এবং চিন্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তদনুকূলভাবে নামকীর্তনের বিধান শ্রীমদভাগবত জ্ঞানাইয়া গিয়াছেন। “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরির সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সঙ্গা হরিঃ ॥ ( ১।১।১২৩—২৭ পর্য্যায়ের টীকা এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য দ্রষ্টব্য )।